মেহেরপুরের শ্যামপুরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর মীর পাড়ায় নিয়মকানুন এর তোয়াক্কা না করে মাটি খনন ও মাটি বহনের জন্য বসত বাড়ির গাছ জোরপূর্বকভাবে কাটতে বাধা দেওয়ায় আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে একই এলাকার আজাদ আলী ও তার ছেলে অন্তর।
গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

সাহাবুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আজাদ আলীর ছেলে অন্তর নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খনন করে দীর্ঘদিন ধরে মাটি বিক্রি করে আসছে। তার এই অপরিকল্পিত ভাবে গভীর করে পুকুর খননের কারণে মীরপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাজলা নদী ও আমার জমি এখন হুমকির মুখে।

এবিষয়ে ভূমি অফিসে একটি অভিযোগও দাখিল করা হয়েছে। কোন কিছু পরোয়া না করেই মাটি খননের কাজ চলমান রাখেন অন্তর। এমনকি পাড়ার মানুষের চলাচলের সরকারি রাস্তা দখল করে সেই মাটিও গতবছর বিক্রি করেছে সে।

তিনি আরও বলেন, খননকৃত মাটি বহনের জন্য সে আমাদের চলাচলের রাস্তাটি ইচ্ছেমত ব্যবহার করে। আজকে সকালে ছোট একটি গাছ কাটতে বাধা দেওয়ার কারণে আমার চাচা আব্দুর রাজ্জাককে দা দিয়ে মাথায় কোপ মারে এবং দায়ের উল্টো দিক দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে।

এসময় চাচার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এই ঘটনায় একই এলাকার মৃত মরজেম হোসেন ওরফে নিলু মাষ্টার এর ছেলে আজাদ, মহব্বত আলী, আজাদ আলীর ছেলে অন্তর ও মহব্বত আলীর ছেলে সবুজকে আসামি করে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

শৈলকুপায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক দিনের ব্যবধানে আবারও করোনা আক্রান্ত হয়ে ওমর ফারুক (৪০) নামে ১ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিনি গতকাল বুধবার রাত ৩ টার সময় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত ব্যক্তি উপজেলার উলুবাড়িয়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ এর উপপরিচালক মোঃ আব্দুল হামিদ খান জানান, অসুস্থ অবস্থায় ওমর ফারুককে গত ০৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর সপাতালের করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

সেখানেই চকিৎসাধিন অবস্থায় গতকাল বুধবার রাত ৩ টায় ইন্তেকাল করেন। তিনি এভারেষ্ট ফার্মাসিউটিক্যাল এর ডিপোম্যানেজার হিসাবে রাজশাহীতে কর্মরত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমানের অনুমতিক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ উপপরিচালকের সার্বিক ত্ত্বাবধানে উপজেলা দাফন কমিটির দস্যরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে গতকাল বুধবার সকালে লাশ গ্রহন করে গ্রামের বাড়িতে যায় এবং জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে একইদিন দুপুর ১২.০০ টায় দাফন সম্পন্ন করা হয়।

মেহেরপুর প্রেসের সম্পাদক জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুর প্রেস নামক অনলাইন নিউজ পোর্টালের সম্পাদক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের তবিরুল ইসলাম

নামের এক ব্যক্তি বাদি হয়ে এ মামলা করেন। যার মামলার নম্বর ১৯। মামলার অপর আসামীরা হলেন- সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে মহাসিন, ওমর আলীর ছেলে মফিজুর রহমান, হযরত আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন, খোকনের ছেলে লাল্টু, জিল্লুর রহমানের ছেলে আরিফুল এবং নসিমদ্দীনের ছেলে সাইদুর রহমান।
বাদির অভিযোগ, তিনি এক্সকাভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটার ব্যবসা করেন। এ সূত্র ধরে মেহেপুর প্রেস সম্পাদক মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিন যাবৎ তার কাছে চাাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় মিজানুর রহমান জনি তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে। যে কারণে তিনি চাঁদাবাজির অভিযাগ তুলে মিজানুর রহমান জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলার করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলাটি রেকর্ড করার পর এসআই আবদুল্লাহকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে মামলার ১ নম্বর আসামি মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মাটি কেটে বিক্রি করার করার লাইভ প্রচার করার কারণে আমাকে ১ নম্বর আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বাকি ৬ আসামিরা বাদির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ছিলেন।

মেহেরপুরে নতুন চার জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও চার জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুই জন সদরের ও বাকি দুই জন গাংনী উপজেলার বাসিন্দা।

বুধবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২১ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে চার জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৭ জনের। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১১ টি।

সূত্রে আরোও জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৬৪৬৯ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৮৯৬ জন, সুস্থ ৭৬৭ জন, মৃত্যু ১৮ জন ও ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৪ জনকে।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৪৫ টি (সদরে ১৫, গাংনীতে ২১, মুজিবনগরে ০৯)। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১২৬ জন।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর শহরের ঘাট পাড়ার নয়ন (৩০), দিঘিরপাড়ার আবু বাক্কার (৫৬) ও গাংনী উপজেলার পূর্ব মালশাদহের জিয়াউর রহমান (৩৯),সুমন (৩২)।

চুয়াডাঙ্গায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের কৃষ্ণপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অভিযানে ৩ জনকে ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান গতকাল বুধবার সাড়ে ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গার কৃষ্ণপুর মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে লকডাউন অমান্য করে দোকান খুলে রাখা, মাস্ক পরিধান না করা এবং স্বাস্থ্য বিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ৩টি মামলায় ৩ জন কে ২০০০/-(দুই হাজারটাকা) অর্থদন্ড প্রদান করেন।

এসময় তিনি বলেন, সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য ও সরকারের সকল নিয়ম-নীতি অমান্য করলে সকলকে আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন পেশকার মোঃ সোবহান আলীসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সদস্যবৃন্দ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানাযায়।

[redacted]

[redacted]

দায়ের করেছেন।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন জানান, মারামারির ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। সঠিক তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর মীর পাড়ায় নিয়মকানুন এর তোয়াক্কা না করে মাটি খনন ও মাটি বহনের জন্য বসত বাড়ির গাছ জোরপূর্বকভাবে কাটতে বাধা দেওয়ায় আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে একই এলাকার আজাদ আলী ও তার ছেলে অন্তর।

বুধবার সকাল ৬টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

সাহাবুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আজাদ আলীর ছেলে অন্তর নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই অপরিকল্পিতভাবে পুকুর খনন করে দীর্ঘদিন ধরে মাটি বিক্রি করে আসছে। তার এই অপরিকল্পিত ভাবে গভীর করে পুকুর খননের কারণে মীরপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাজলা নদী ও আমার জমি এখন হুমকির মুখে।

এবিষয়ে ভূমি অফিসে একটি অভিযোগও দাখিল করা হয়েছে। কোন কিছু পরোয়া না করেই মাটি খননের কাজ চলমান রাখেন অন্তর। এমনকি পাড়ার মানুষের চলাচলের সরকারি রাস্তা দখল করে সেই মাটিও গতবছর বিক্রি করেছে সে।

তিনি আরও বলেন, খননকৃত মাটি বহনের জন্য সে আমাদের চলাচলের রাস্তাটি ইচ্ছেমত ব্যবহার করে। আজকে সকালে ছোট একটি গাছ কাটতে বাধা দেওয়ার কারণে আমার চাচা আব্দুর রাজ্জাককে দা দিয়ে মাথায় কোপ মারে এবং দায়ের উল্টো দিক দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে।

এসময় চাচার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

এই ঘটনায় একই এলাকার মৃত মরজেম হোসেন ওরফে নিলু মাষ্টার এর ছেলে আজাদ, মহব্বত আলী, আজাদ আলীর ছেলে অন্তর ও মহব্বত আলীর ছেলে সবুজকে আসামি করে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

গাংনীর সাহারবাটিতে দু’বিঘা জমির পাটখেত বিনষ্ট

মেয়াদ শেষ না হতেই বর্গা চাষীর দেড় বিঘা জমির পাটখেত বিনষ্ট করেছেন জমির মালিক। বুধবার সকালে মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি মাঠে এ ঘটনাটি ঘটে। এতে ওই বর্গা চাষীর অন্ততঃ ২৫ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।

জানা গেছে, তিনি সাহারবাটি গ্রামের আব্দুল সাত্তারের প্রতারণার শিকার হয়ে দুই বিঘা জমি একলাখ টাকায় (ফেরত যোগ্য) বন্ধকী নেন গাংনীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ি বাবর আলী। ওই জমি বাবর আলী ২০ হাজার টাকা বাৎসরিক চুক্তিতে তার কাছে লীজ দেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার কথা আগামী ২৫ রমজান।

মেয়াদ শেষ হবার আগেই মাহাবুব বাবর আলীর সাথে ২০ হাজার টাকায় মৌখিক চুক্তি করেন এবং ওই জমিতে পাট বপন করেন। বাবর আলী বিষয়টি প্রকৃত জমির মালিক আব্দুস সাত্তারকে অবহিত করেন। অথচ বুধবার আব্দুস সাত্তার বাবর আলী এবং মাহাবুবের অগোচরে ওই জমির পাট ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে বিনষ্ট করেন।

এ ব্যাপারে বাবর আলী বলেন, জমির মালিক আব্দুস সাত্তারের কাছ থেকে দু’বিঘা জমি ক্রয়ের জন্য ১০ লাখ টাকা প্রদান করি। জমি রেজিস্ট্রির সময় কাগজ পত্র সঠিক না থাকায় রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হয় না । পরে কিছু টাকা ফেরত দিলেও এক লাখ টাকা বকেয়া থেকে যাওয়ায় ওই জমি বন্ধকী রাখা হয়। পরে মাহাবুব হাসানের কাছে লীজ চুক্তিতে দেয়া হয়। কিন্তু কেন ওই জমির পাট বিনষ্ট করা হলে তা আব্দুস

সাত্তার জানান নি।

পাটচাষি মাহাবুব হাসান জানান, জমি কার সেটা আমার জানার বিষয় নয়, বাবর আলীর সাথে জমি লীজ নেয়া হয়েছে। কোন অভিযোগ বা লেন দেন থাকলে সেটা আব্দুস সাত্তার ও বাবর আলী মিলে সমাধা করতে পারতেন। অথচ তা না করেই পাটখেত নষ্ট করেছে। এতে মোটা অংকের টাকা বিনষ্ট হয়েছে। থানায় মামলার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন বলে জানান মাহাবুব। জমির মালিক আব্দুস সাত্তারের ছেলে অন্তর জানান, আমি পাট চাষি মাহাবুবকে ডেকেছিলাম কিন্তু তিনি আসেননি। তাই আমার জমি আমি চাষ করেছি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, এবিষয়ে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ইফতারী পণ্যের বাজার চড়া!

আকতারুজ্জামাান,গাংনী-

রমজানের শুরুতেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যর দাম স্বাভাবিক থাকলেও ইফতারী পণ্যের বাজার এখন লাগামহীণ ঘোড়া। এক সপ্তাহের ব্যবধানে ইফতারী পণ্যের দাম বেড়েছে তিনগুণ। বিশেষ করে বেগুণ, শসা, ধনে পাতাসহ অন্যান্য পণ্যেরও দাম বেড়েছে। স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা ও সবজি চাষিরা পরিকল্পিতভাবে এসব পণ্যের দাম বাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ক্রেতা সাধারণ। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ও অসাধু ব্যবসায়িদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে দাবী করা হয়েছে।

সরেজমিনে গাংনী কাঁচা বাজার, বামন্দি, রায়পুর, হেমায়েতপুর, সিন্দুর কৌটা বাজর ঘুরে দেখা গেছে এক সপ্তাহ আগে বেগুনের দাম ছিল ১২ টাকা কেজি সেই বেগুন এখন বিক্রি হচ্ছে ৭০/৭৫ টাকায়। শসা পাওয়া যাচ্ছে ৮০ টাকা কেজি। অথচ দশ দিন আগেও শসা ছিল মাত্র ১৫ টাকা কেজি। ১০ দিন আগে তরমুজ বিক্রি হয়েছে ৩০ টাকা কেজি।

বর্তমানে সেই তরমুজ ৪০/৪২ টাকা কেজি। আনারস বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি। এক কেজি পেয়ারার দাম ৭৫ টাকা।

বামন্দি বাজারের আড়ৎদার আব্দাল হক জানান, পাইকারী বাজারে বেগুন, শসার দাম বেড়েছে। সেভাবেই খুচরা বিক্রেতারা দাম বাড়িয়েছে। রমজানকে পুঁজি করেই অনেক খুচরা ব্যবসায়ি ও ইফতারী বিক্রেতা কৌশলে দাম বাড়িয়েছে। একই কথা জানালেন গাংনী কাঁচা বাজারের আড়ৎদাররা।

বামন্দি বাজারের পেঁয়াজু বিক্রেতা হান্নান জানান, কয়েকদিন আগেও এক পিস বেগুনি বিক্রি হতো ৪ টাকায় অথচ বেগুনের দাম বেড়ে যাওয়া

ভুক্তভোগিদের মতে, বাজার মনিটরিংয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকা ও নজরদারী না থাকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ জরুরী।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, লকডাউনের কারণে প্রশাসনের লোকজন ব্যস্ত থাকায় ও পণ্যের সরবরাহের কমতির ঘাটতির অজুহাতে দাম বাড়ানো হচ্ছে। প্রশাসনও বেশ তৎপর রয়েছে।

দর্শনা রেল বন্দরে পৌছেছে ভারত থেকে আমদানি করা চাল

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে আমদানি করা বাংলাদেশের সরকারি চালের মালবাহী ট্রেনের র্যাকে দর্শনা বন্দর রেলের ওয়াগন,কাষ্টমস, কোয়ারেন্টাইনের কাজ সম্পূন্ন করা হয়েছে। দর্শনা আন্তজার্তিক রের ষ্টেশনের সুপারেইনটেনটেন্ড মীর লিয়াকত আলী জানান, মঙ্গলবার ভারতীয় পশ্চিম বঙ্গের নদীয় জেলার গেদে সীমান্ত দিয়ে পৃথক ভাবে ভারতীয় মালবাহী ট্রেনের ৩ টি র্যাকে করে ১শত ২২ টি ওয়াগনের ভর্তি চাল এসে পৌছায় দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ।